যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
প্রতি মাসের
১৪ তারিখে
প্রকাশিত হয়

ইতিহাসের পাতায় অমলিন প্রয়াত এ কে খন্দকার

৫ ❖ পৃষ্ঠা

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ২ ● ৩০ পৌষ ১৪৩২ ● ঢাকা বুধবার ● ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ● ২৪ রজব ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ৮ ● ১০ টাকা

প্রস্তুতির শেষ ধাপে রূপপুর

পারমাণবিক বিদ্যুৎ চলতি বছরেই

প্রতি ইউনিট ৮ টাকা নির্ধারণ

সংবাদ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

বহুল আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ এখন শেষ ধাপে। প্রকল্পটি উৎপাদন শুরুর দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রকল্পটি এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রস্তুতির শেষ ধাপ অতিক্রম করছে। ফলে আশা করা হচ্ছে, এ বছরের যে কোন সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে।

প্রকল্প সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের শেষেই প্রকল্পের প্রথম ইউনিটে জ্বালানি প্রবেশ করানোর কথা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে না পারায় তা সম্ভব হয়নি। তবে পুরো বছর জুড়েই চূড়ান্ত প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপ সম্পন্ন করা হয়। বছর জুড়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো পরিদর্শন কাজ করে এবং শেষে সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রদান করেছে। এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ পরীক্ষাও শেষ করা হয়। সূত্র জানায়, গত মাসেই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিচালনাকারি সংস্থা এনপিসিবিএলে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প সূত্র আরও জানায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া সাপেক্ষে পারমাণবিক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ এনপিসিবিএল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কাজ চলছে। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার আগেই পর্যায়ক্রমে পুরো প্রকল্প এই কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মন্তব্য প্রতিবেদন

শুভ যাত্রার পথে দেশ

সংবাদ আবুল হোসেন খোকন

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি শুভ যাত্রার প্রথম ধাপ। এর মধ্যদিয়ে দেশ নির্বাচিত ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হতে পারবে। ফলে তৈরি হতে পারে আলোর পথে অগ্রসর হওয়ার নতুন সুযোগ। গোটা জাতি তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রত্যাশিত নব যাত্রার।

১২ ফেব্রুয়ারির ভোট থেকে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। যেমন একটি প্রত্যাশা- দেশ যেন ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাপনা থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। শুধু শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে নয়- এ যাত্রা যেন হয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকারি-বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, জাতীয় জীবন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যাতেকরে মানুষ সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারেন। সব ক্ষেত্রে যেন শোষণ-বঞ্চনার রাহুগ্রাস দূর হয়, স্বৈরতন্ত্রের বদলে দেশ ও জাতি গণতন্ত্রের সুপথে যাত্রা শুরু করে। এইসঙ্গে দেশ থেকে যেন দূর হয় সন্ত্রাস, জবরদস্তি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হতাশা এবং নিরাপত্তহীনতা। ভোট থেকে মানুষ আইনের শাসনে যেতে চান, নিরাপদ জীবন ফিরে পেতে চান। তাঁরা আরও চান দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং গৌরবের সুরক্ষা- যেন কেউ ধ্বংস করে, বিকৃত করে, কিংবা নিজের হীন স্বার্থে একে ক্ষতবিক্ষত করতে না পারে। মানুষ চান সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা, চান জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের নির্ভয়ে নির্বিবাদে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। তাঁরা চান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাপনা।

মানুষ আশা করছেন, এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে দেশ সংকটমুক্তির পথে অগ্রসর হবে। শান্তিপ্রিয় দেশবাসীর প্রত্যাশা যদিও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পাবনার পাঁচ আসন

মনোনয়নপত্র দাখিল ৩৫ জনের

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পাবনার পাঁচটি আসনে ৩৫ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ২৯ ডিসেম্বর রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেওয়া মনোয়ন প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপির ৫ জন, জামায়াতের ৫ জন, গণফোরামের ২ জন, ইসলামী আন্দোলনের ৫ জন, গণঅধিকার পরিষদের ১ জন, সুপ্রিম

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শোক বহমান

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

রাজনৈতিক ইতিহাসের কিংবদন্তি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মহাপ্রয়ানে দেশজুড়ে এখনও শোক বহমান। শোকাহত মানুষ গেল মাসের শেষ দিন থেকে এখনও পালন করছেন শোকের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

হাড় কাঁপানো শীত থাকবে এক মাস

সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশ এখন হাড় কাঁপানো শীতের কবলে। এরইমধ্যে উত্তরাঞ্চলের কোন কোন অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পর্যন্ত নেমেছে। যেখানে আমাদের দেশে এই তাপমাত্রাকে অতি তীব্র শৈত প্রবাহ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া ৪ থেকে ৬ ডিগ্রির মধ্যে থাকা তাপমাত্রাকে ধরা হয় তীব্র শৈত প্রবাহ হিসেবে এবং ৬ থেকে ৮ ডিগ্রির মধ্যে থাকাকে মাঝারি শৈত প্রবাহ ও ৮ থেকে ১০ ডিগ্রির মধ্যে থাকাকে বলা হয় মৃদু শৈত প্রবাহ হিসেবে। আবহাওয়া বিভাগের এ তথ্যানুযায়ী, পাবনাসহ উত্তরাঞ্চল এখন মাঝারি থেকে অতি তীব্র শৈত প্রবাহের কবলে রয়েছে। বিশেষ করে শহরের বাইরে এবং নদী-বন্দর এলাকায় শীতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে।

সূত্র বলছে, চলতি মাসের শেষ দিকে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে তাপমাত্রা আরও খানিকটা নামতে পারে। তবে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা আছে। আবহাওয়া বিভাগের ভাষ্য অনুযায়ী, সাধারণত জানুয়ারি মাস সবচেয়ে শীতলতম মাস, এবং এই সময়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসে, তাই

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

পাবনার হকার্স মার্কেটে শীতবস্ত্র কেনাকাটা

DCH TRUST

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে
সম্প্রীতি বাংলাদেশ কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust
DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

এস.বি ০০০/৪৪

সম্প্রীতি বাংলাদেশ
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

বুধবার
১৪ জানুয়ারি ২০২৬
৩০ পৌষ ১৪৩২
২৪ রজব ১৪৪৭

চাপ সামলানোর নেই কোন উদ্যোগ

জনসংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা জেলায় জনচাপ ঊর্ধ্বমুখি। একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৯২১ সালে পাবনায় লোক সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৮৯ হাজার ৪৯৪ জন। প্রতি বর্গ মাইলে তখন বসবাস করত ৮২৮ জন। দেশে জনবসতির দিক থেকে এ সংখ্যা ছিল উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমানেও জনঘনত্বের শহর হয়ে উঠছে পাবনা। এখনও জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত হারে।
১৯৩১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী পাবনা সদর মহকুমায় জনসংখ্যা ৫ লাখ ৭৪ হাজার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শ্রম বিক্রির হাট

ওরা আসে পেটের দায়ে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

মানুষ হিসেবে অনেক শ্রেণীর ভাগ্য বদলায়, কিন্তু একটা শ্রেণীর ভাগ্য অপরিবর্তিতই থেকে যায়। দিন বদলায়, সময় বদলায়- কিন্তু ওদের সময় বা দিন কোনটিই বদলায় না। প্রজন্ম পরম্পরায় ওরা একই শ্রেণীতে থাকে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং এক শ্রেণীর মানুষ এঁদেরকে চীরকালই কৃতদাস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অথচ এই কৃতদাসদের কর্মযজ্ঞেই ভাগ্য বদলে যায় ওপর তলার।
এই ভাগ্যহতরা আদিকাল থেকেই শ্রমিক হিসেবে পরিচিত। শ্রম বিক্রি করে এঁরা যুগ যুগ ধরে সমাজকাঠামোকে চাঙ্গা রেখেছে। শুধু

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

যাতায়াত

কুয়াশায় বিপদজনক কাজিরহাট-আরিচা নৌরুট

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে কাজিরহাট-আরিচা নৌরুট। ফলে প্রায় প্রতিদিনই চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে ফেরি ও লঞ্চ। চলতি মাসের শুরু থকেই এ অবস্থা চলছে। ধারণা পাওয়া গেছে, শৈত প্রবাহ বা প্রচন্ড শীত না কাটলে এ অবস্থা চলতেই থাকবে।
শুধু কুয়াশা নয়, নদীর পানি কমে ডুবোচর জেগে ওঠার কারণেও নৌযান চলাচল অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কুয়াশার কারণে কিছু দেখতে না পাওয়ায় এইসব চরে নৌযান আটকে যাবার ভয় কাজ করছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

একটি মৃত্যু বদলে দিচ্ছে অনেককিছু

পাখির অরণ্যে কালো থাবা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রায় ছয় দশকের চেষ্টায় নিজ বসতবাড়ির প্রায় ছয় বিঘা জমিতে পাখির জন্য অভয়াশ্রম গড়েছিলেন পাখিবন্ধু আকাশকলি দাস। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পেরুতে না পেরুতেই দখলদারদের থাবা পড়েছে সহস্রপাখির অভয়াশ্রমে।
পাবনার বেড়া উপজেলার কাগেশ্বরি নদীর পারে কৈটোলা গ্রামের এক কুঁড়েঘরে বসতি ছিলো দুই ভাইবোন আকাশকলি দাস ও ঝর্ণা দাসের। জঙ্গলঘেরা বাড়িটি সবসময়ই মুখর থাকতো পাখির কলতানে। চিরকুমার আকাশকলি ছিলেন প্রাণপ্রকৃতির জন্য নিজেকে উজাড় করে দেয়া নিঃস্বার্থ মানুষ। তিনি প্রায় ছয় দশকের চেষ্টায় বসতবাড়িটিতে গড়ে তোলেন বনাঞ্চল, যেখানে প্রায় হাজার খানেক গাছে হাজার হাজার পাখি প্রশান্তির কলকাকলিতে মুখর করে রাখতো পুরো বন। এসব পাখির হৈ-হুল্লোরে সবার মন ও চোখ দুই-ই জুড়াতো।
প্রকৃতিপ্রেমিরা আকাশকলি দাসকে 'পাখিবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলেন। কারণ পাখিই ছিলো তাঁর স্বজন ও পরিবারিক সদস্য। শিকারী থেকে পাখিদের রক্ষায় তিনি পাহারা দিতেন। পাখিদের খবারও দিতেন পর্যাপ্ত। এই পাখির অভয়ারণ্য দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ভিড় জমাতেন প্রকৃতিপ্রেমীরা।
শীতকালে এই অভয়াশ্রমে আশ্রয় নিতো পরিযায়ী পাখি। পাখির এমন নিরাপদ আবাসস্থলের বিষয়টি জেনে পরিবেশবাদী বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) আইইউসিএন কিছু কর্মসূচিও হাতে নিয়েছিল। তাদের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট বাড়িটিকে 'পাখি অভয়াশ্রম' ঘোষণা করেছিল। এমন মহৎ কাজের জন্য আকাশকলি দাস ২০২৪ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সরকারের অ্যাওয়ার্ড ফর

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মৃত্যু বার্ষিকী
স্যামসন চৌধুরীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশের শীর্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বরেণ্য শিল্পপতি স্যামসন এইচ চৌধুরীর

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ সংবাদপত্র অফিস এবং বিভিন্নস্থানে মব সন্ত্রাস চালানোর প্রতিবাদে ২৪ ডিসেম্বর পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট পাবনার মানববন্ধন

পাঠ্যবইয়ে এবারও ধাক্কা

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

এবারও বিনামূল্যের পাঠ্যবই বছরের প্রথমদিনে সব শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যথাসময়ে বই সরবরাহ করতে না পারায় এ ঘটনা ঘটেছে। এ দশা হয়েছিল গত বছরও।
সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে বলা হয়েছে, এবার সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীর হাতে পুরো বই পৌছাতে চলতি জানুয়ারি মাস তো বটেই, আরও দুই মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক স্তর ছাড়া অন্যান্য স্তরের সব বই শিক্ষার্থীরা পায়নি। সারাদেশেই এমন ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য পাবনায় শহরাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মোটামুটি সব শিক্ষার্থীরাই পেয়েছে। শহরের বাইরে কোথাও কোথাও কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। এছাড়া সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির কিছু বইও শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছানো

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

পাবনায় কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা শহরের দিলালপুরস্থ বেলতলা সড়কে কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস গত ১৯ ডিসেম্বর দুপুরে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দিলালপুরের বাসিন্দা ফাউন্ডেশনের সদস্য নূরজাহান বেগমের দানকৃত জমিতে এই প্রতিষ্ঠান হবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিচার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশীদ সভাপতিত্ব করেন। অ্যাজমা বিশেষজ্ঞ ডা. মোকলেছুর রহমান মুকুল অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামান শামীম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. রুহুল কুদ্দুস, হৃদরোগ কনসালটেন্ট ডা. শাহরিয়ার কবির, কিডনি ফাউন্ডেশন ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিনি ফেরদৌস রশিদ, কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল পাবনার ট্রেজারার অধ্যাপক ডা. এইচ এম রওশন, জমিদাতা নূরজহান বেগম, স্কয়ার স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ খতিব শাহনাজ সুলতানা। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পাবনা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর শহিদুল ইসলাম লালু।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। **সম্পাদনা পর্ষদ : আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্বা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

পাবনার কৃতি সন্তান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ৭৬তম জন্মদিনে গত ১০ ডিসেম্বর পাবনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে কেককাটা অনুষ্ঠান

আলোকচিত্রে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (উপরে) এবং (নিচে) শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ

শহীদ বেদীতে পাবনা প্রেসক্লাবের শ্রদ্ধা

শহীদ বেদীতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের শ্রদ্ধা

শহীদদের প্রতি পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধা

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

আমিনুল হকের মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা শহরের শালগাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল হক মিন্টুর ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৮ জানুয়ারি পারিবারিকভাবে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল দোয়া অনুষ্ঠান ও আরিফপুর কবরস্থানে কবর জিয়ারত। পরিবারের সদস্যরা এতে অংশ নেন।

আমিনুল হক মিন্টু ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের এইদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৩ বছর বয়সে মারা যান। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ স্বজনদের রেখে যান। মরহুম আমিনুল হকের বড় মেয়ে ইয়াসমিন হোসেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর প্রকাশক। আমিনুল হক মিন্টুর বাবা এডভোকেট তোরাব আলী ছিলেন স্বাধীনতাপূর্ব পাবনার প্রতিথযশা রাজনীতিক।

শীতের উৎসব

শুকনো পিঠা মোড়ে মোড়ে

সৈয়দ মুসতাফী বৃত্তা

চলছে জাতীয় পিঠা উৎসব। চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ঘরে ঘরে পিঠা খাওয়ার ধুম না পরলেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে পিঠা বিক্রেতারা বসে গেছেন অনেক আগেই। তারা শুকনা পিঠা বিক্রি করেন। কাঁচা মরিচ, ধনে পাতা ও সরিষা বাটা যোগে সারা পিঠা খাচ্ছেন পথচারিরা। অনেকে বাড়িতেও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

হাড়ি পাতিলের দোকানে ভাপা পিঠার তৈরির রেডিমেট হাড়ি কিনতেও পাওয়া যাচ্ছে দেড়শ টাকায়। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যত ছোট হচ্ছে ততই ফিকে হয়ে যাচ্ছে পিঠে খাওয়ার আনন্দ। এ কারণে অনেক শিশু কিশোরই শীতকালে রসের পিঠে পুলির স্বাদ থেকে বঞ্চিত। শীত ঋতু এমনই একটি ঋতু যা কারো কাছে আনন্দের। কারো কাছে বেদনার। ভোজন রসিকের কাছে শীতের পশমী ঢাকা সময় স্রোতে মজা অনুভব করার আনন্দই আলাদা।

কাঁপুনির কাল শীতকাল হলেও ঘরে ঘরে সমৃদ্ধির মাস পৌষ। হেমন্তের বাদামি পাতার ভিড়ে পায়ে পায়ে শীতকাল এসে যায়। একাল শুধু শীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক পাঁচালি। আবহমান বাঙালি হলো ক্ষেত নির্ভর। এখনও তাই। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ যতই সভ্যতার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে ততই দুঃখজনক ঘটনা বাড়ছে। খাদ্য খানার উৎসবও সংকুচিত হয়ে আসছে। কৃষি নির্ভর পরিবারে আগের মতো ঘরে ঘরে ঢেঁকি নেই। হাট বাজারে ঘি রঙের খাঁটি খেজুরে গুড়ও নেই। এখন চিনিমিশ্রিত গুড়। ঝুনা নারিকেলেরও অভাব। চালের গুঁড়ো কিনতেও পাওয়া যায় না। খাঁটি দুধ নেই। এত কিছু নেই এর মধ্যে শিশুদের পিঠে খাওয়ার বায়নাও নেই। নিষ্ঠাবতী ঘরনির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সিজারেন মায়েরা শারিরীক ভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে শীল পাটায় চাল বেঁটে ভাপা পিঠে তৈরি করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন। কিনে খাওয়াই ভরসা।

গত শতকের আশির দশকেও প্রায় প্রতিটি পবিরারের মধ্যে পিঠে খাওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। কী গ্রামে, কী শহরে। এসময় শিশু কিশোরদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। ঘরে ঘরে ক্ষেতের নতুন ধান। নতুন পাটালি। হাতে অফুরন্ত সময়। খেজুর রসে পিঠে খাওয়া উপলক্ষে আগে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যরা গ্রামের বাড়ি যেতেন। ঢেঁকিতে চাল কোটার শব্দ ভেসে বেড়াতো পাড়াময়। এক ফালি আঙিনায় ধবধবে আতপ চালের গুড়ো শুকাতো কমলা রোদে। দুদিন ধরে সংগ্রহ করা হতো খাঁটি দুধ আর জিরেন পাটালি। তৈরি করা হতো চালের রুটি আর মুরগির মাংস। সিউলিদের আগে ভাগেই বলে রাখা হতো খেজুরের খাঁটি রস চাই। সব মিলিয়ে বাড়িতে ভেসে বেড়াতো উৎসবের উলাস।

আজকাল অনেকেই যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। এক সঙ্গে বসে পিঠে তৈরির মধ্যে যে আনন্দের রেনু সঞ্চারিত হতো মন থেকে মনে। তা থেকে মা বোনেরা বঞ্চিত। সমাজে, পরিবারে, অজ্ঞাতসারে হিংসা আর স্বার্থ বাড়ায় বিপন্ন হচ্ছে সংহতি। বাঙালির কাজ কর্মে নিঃস্বার্থ ভাব যাচ্ছে কমে। এসবের স্পন্দন আগের মতো আর অনুভব করা যায় না। অভিভাবকদের নির্দেশ আদেশ অনুজেরা তেমন গুরুত্ব দেয়না। অর্থনৈতিক কারণে শ্রমের কারণে, আর ঢেঁকির অভাবে পিঠে তৈরির রেওয়াজ কমে আসছে। একারণে বোধ হয় রসের পিঠে পুলি এখন প্রদর্শনের বস্তু। একদিকে সমাজ অপর দিকে উপকরণ এ দুয়ের টানা পোড়ানে অনেক পরিবারে বিশেষ ভোজের আয়োজন হয়ে ওঠে বিষ ফোঁড়ার মতো। সমাজ সংসারে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খার প্রাধান্য বেশি। তাই শহরের পরিবারে সমকাল সতত সঞ্চার করে যায় অন্যতর মাত্রা। যাকে বলা হয় ফাস্টফুড। এটাই পিঠে পায়েসের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। পাল্লা দিয়ে পুলি খেতে খেতে রোমাঞ্চিত হওয়ার মুহূর্তগুলো যাদের জীবনে দাগ কাটে নি, তাদের মমত্ববোধ একটু কমই হয়। তাই অনেকে অনুভব করতে পারে না শীতাক্রান্ত মানুষের আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে মিশে থাকে কী ভাবে।

প্রস্তুতির শেষ ধাপে রূপপুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের চলমান অগ্রগতি সম্পর্কে যে বিষয়গুলি জানা গেছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

বিদ্যুতের সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের (১কিলোওয়াট ঘণ্টা) প্রস্তাবিত উৎপাদন খরচ ৮ টাকার বেশি হতে পারে, যা কয়লাভিত্তিক মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যয়ের কাছাকাছি।

এনপিসিবিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জাহিদুল হাসান নিশ্চিত করেছেন, রূপপুর প্রকল্পের জ্বালানি খরচ, উৎপাদন খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসাব করে বিদ্যুতের সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ করে সম্প্রতি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) কাছে প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেয়া হয়েছে। তাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী মূল্যায়নের জন্য খরচ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রস্তাবিত মূল্য মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দামের কাছাকাছি। বর্তমানে সরকার কয়লাভিত্তিক মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুতের ট্যারিফ ৮.৪৫ টাকা (০.০৭৬৬ ডলার) নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে জ্বালানি খরচ বাবদ ৫.৮৪ টাকা এবং ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ ২.৬১ টাকা অন্তর্ভুক্ত। রূপপুরের বিদ্যুতের দামও প্রতি ইউনিট ৮ টাকার উপরে চলে যেতে পারে।' তবে সরকারি অনুমোদনের আগে প্রস্তাবিত মূল্য সম্পর্কে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। ড. জাহেদ বলেন, 'প্রস্তাবটি মূল্যায়নের পর মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত দাম নির্ধারণ করবে। তবে দ্বিতীয় ইউনিট চালু হলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে।'

কমিশনিং ও জ্বালানি লোডিংয়ের অগ্রগতি : ২০২৫ সালের শেষে জ্বালানি লোডিংয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন না হলেও কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরো বছর জুড়েই কমিশনিংয়ের দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইউনিট-১ এর জন্য জ্বালানি লোডিং ২০২৬ সালে যত দ্রুত সম্ভব শুরু হতে পারে। যদিও তারা কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি নিশ্চিত করতে পারেননি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনসংযোগ-এর দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌকত আহমেদ জানান, আগে পরিকল্পনা ছিল ২০২৫ সালের শেষে ইউনি-১-এ জ্বালানি লোডিং শুরু করার, কিন্তু এ মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও প্রস্তুতি শেষ করার উপর নির্ভর করছে ইউনিট-১-এর কমিশনিং শিডিউল। অবশ্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমিশনিংয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

নিরাপত্তা পরিদর্শন ও অগ্রগতি : সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, নিরাপত্তাই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইএইএসহ (আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা) বাংলাদেশ ও রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রটি বারবার পরিদর্শন করেছে। যেমন ১২ সদস্যের আইএইএ প্রাক-ওসার্ট (অপারেশনাল সেফটি রিভিউ টিম) দল ২০২৫ সালের মার্চ মাসে রূপপুর কেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং উন্নতির জন্য ১৭টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। এরপর, আগস্ট মাসের ১০ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত একটি আইএইএ প্রাক-ওসার্ট দল ইউনিট-১ কমিশনিংয়ের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করে এবং ১৩টি অতিরিক্ত ক্ষেত্র সুপারিশ করে। আইএইএ অতি সম্প্রতিও প্ল্যান্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়াও গত কয়েক মাসে রাশিয়ান এবং বাংলাদেশি রেগুলেটরি সংস্থাগুলি আলাদাভাবে কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে প্রস্তুতির বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে।

এনপিসিবিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জাহিদুল হাসান বলেন, 'যখন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হতে শুরু করে, তখন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে। এটি কমিশনিং প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এই পরিদর্শনগুলোর মাধ্যমে যে সুপারিশগুলো আসে, সেগুলোর সমাধান করে কেন্দ্রটিকে অপারেশনাল পর্যায়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।'

অপারেশনাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর : নির্মাণ কাজ ওশষ হওয়ার পর এনপিসিবিএল হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনাকারি কর্তৃপক্ষ। নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কারণে রূপপুর কর্তৃপক্ষ এরইমধ্যে এনপিসিবিএল'র কাছে অপারেশনাল সিস্টেম হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ড. মো. জাহিদুল হাসান নিশ্চিত করেন, নির্মাণ কর্তৃপক্ষ এরইমধ্যে কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, শেল্টার স্টেশন, জ্বালানি লোডিং টিম এবং কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি এনপিসিবিএল-এর কাছে হস্তান্তর করেছে। তিনি জানান, অপারেশন শুরুর আগে নির্মাণ কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে পুরো প্ল্যান্টটি অপারেশনাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

পরীক্ষা চলমান : জ্বালানি লোডিংয়ের জন্য প্ল্যান্ট প্রস্তুত করতে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করার জন্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং পরীক্ষা এখনও চলছে। ড. জাহেদ উল হাসান বলেন, 'আমরা গতমাস পর্যন্ত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা শেষ করেছি; এরপরও প্রায় ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বাকি আছে।' তিনি বলেন, 'নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের শতভাগ কাজ শেষ করা প্রয়োজন; এ বিষয়ে কোনো আপস করার সুযোগ নেই। এ কারণে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বিলম্ব হওয়া গ্রহণযোগ্য।'

লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াধীন : পারমাণবিক জ্বালানি লোডিংয়ের আগে একটি কমিশনিং লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর জন্য একটি অপারেশনাল লাইসেন্সের প্রয়োজন। সে কারণে প্ল্যান্ট কর্মকর্তারা অনুমান করেছেন যে, তাজা জ্বালানি লোডিংয়ের পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর্যায়ে পৌঁছাতে কমপক্ষে ১১ মাস সময় লাগতে পারে। নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক ড. সত্যজিৎ ঘোষ জানান, কমিশনিং লাইসেন্স দেওয়ার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ছাড়পত্র অবশ্যই পেতে হবে। তিনি নিশ্চিত করেন, বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি অথরিটি, আন্তর্জাতিক আনবিক সংস্থা (আইএইএ)-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা কেন্দ্রটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। কমিশনিংয়ের জন্য লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন। প্ল্যান্টের অগ্রগতির উপর নির্ভর করছে লাইসেন্স প্রাপ্তি।

পটভূমি ও বর্তমান অবস্থা : পাবনা জেলার পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত রূপপুর প্রকল্প দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পে দুটি ভিভিইআর-১২০০ রিঅ্যাক্টর রয়েছে, যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪০০ মেগাওয়াট। ইউনিট ১-এর নির্মাণ কাজ ২০১৭ সালের নভেম্বরে এবং ইউনিট ২-এর নির্মাণ কাজ ২০১৮ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল। আগের সময়সূচি অনুযায়ী, ইউনিট-১-এর অপারেশন ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর এবং ইউনিট-২-এর অপারেশন ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর শুরু হওয়ার কথা ছিল। প্রকল্পের মেয়াদ মূলত ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল।

তবে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ এরইমধ্যে প্রায় তিন বছর বিলম্বিত হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশ এবং রাশিয়া উভয়ই মেয়াদ তিন বছর বাড়িয়েছে। তবে কমিশনিংয়ের বিলম্ব হওয়ার কারণে রূপপুর প্রকল্প আবারও বিলম্বিত হওয়ার আশংকায় রয়েছে।

মনোনয়নপত্র দাখিল ৩৫ জনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : পার্টির ১ জন, এবি পার্টির ১জন, সিপিবির ১জন, নাগরিক ঐক্যের ১ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ১৩ জন।

এই প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পাবনা-১ (সাঁথিয়া ও বেড়ার একাংশ) আসনে ভিপি শামসুর রহমান (বিএনপি), ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন (জামায়াত), অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (স্বতন্ত্র), মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (স্বতন্ত্র), ডা. মো. শফিকুল ইসলাম (স্বতন্ত্র), ইউনুস আলী (স্বতন্ত্র), খায়রুন নাহার খানম (স্বতন্ত্র), মো. আবদুল গণি (ইসলামী অন্দোলন), মাসুদুল হক (স্বতন্ত্র)। পাবনা-২ (সুজানগর ও বেড়ার একাংশ) আসনে একেএম সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি), মো. হেসাব উদ্দিন (জামায়াত), আফজাল হোসেন খান কাশেমী (ইসলামী আন্দোলন), নাসির উদ্দিন (গণফোরাম), মেহেদী হাসান রুবেল (জাতীয় পার্টি)। পাবনা-৩ (চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর) আসনে হাসান জাফির তুহিন (বিএনপি), কেএম আনোয়ারুল ইসলাম (স্বতন্ত্র, বিএনপির বিদ্রোহী), সরদার আশা পারভেজ (গণফোরাম), আলী আসগার (জামায়াত), মীর নাদিম মো. ডাব্লু (জাতীয় পার্টি), হাসানুল ইসলাম রাজা (গণঅধিকার পরিষদ), আবদুল খালেক (ইসলামী আন্দোলন), মাহবুবুর রহমান জয় (বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি)। পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া) আসনে হাবিবুর রহমান হাবিব (বিএনপি), আবু তালেব মন্ডল (জামায়াত), সিরাজুল ইসলাম সর্দার (স্বতন্ত্র-বিএনপির বিদ্রোহী), জাকারিয়া পিন্টু (স্বতন্ত্র-বিএনপির বিদ্রোহী) ও জামিল আকতার এলাহি (স্বতন্ত্র-বিএনপির বিদ্রোহী), কমরেড সোহাগ হোসেন (সিপিবি), সাইফুল আজাদ মল্লিক (জাতীয় পার্টি), মাওলানা আনোয়ার হোসেন শাহ (ইসলামি আন্দোলন), শাহনাজ হক (নাগরিক ঐক্য)। পাবনা-৫ (সদর) আসনে অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস (বিএনপি), ইকবাল হোসেন (জামায়াত), আবদুল মজিদ মোল্লা (এবি পার্টি), নাজমুল হোসেন (ইসলামী আন্দোলন)।

বাছাইয়ে বাদ ৫ জন : পাবনার পাঁচটি আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এবং ২৭ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৪ জানুয়ারি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়ার আংশিক) আসনের বৈধ প্রার্থীরা হলেন বিএনপির শামসুর রহমান শামসু, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জামায়াতের ব্যারিস্টার নজিবুর রহমান মোমেন; পাবনা-২ (সুজানগর-বেড়ার আংশিক) আসনে বিএনপির অ্যাডভোকেট এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, জামায়াতের অধ্যাপক মাওলানা হেসাব উদ্দিনসহ চারজন; পাবনা-৩ (চাটমোহর-ভাঙ্গুড়া-ফরিদপুর) আসনে বিএনপির কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন, স্বতন্ত্র কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মাওলানা মো. আলী আছগারসহ সাতজন; পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে বিএনপির হাবিবুর রহমান হাবিব, জামায়াত ইসলামীর মাওলানা আবু তালেব মন্ডল; পাবনা-৫ (সদর) আসনে বিএনপির অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও জামায়াতের অধ্যক্ষ মাওলানা ইকবাল হুসাইনসহ চারজন।

যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তারা হলেন পাবনা-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী খায়রুন নাহার মিরু ও হাজী ইউনুস আলী; পাবনা-৩ আসনে গণধিকার পরিষদের প্রার্থী হাসানুল ইসলাম রাজা; পাবনা-২ আসনে গণফোরামের প্রার্থী শেখ নাসির উদ্দিন ও পাবনা-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকারিয়া পিন্টু।

শুভ যাত্রার পথে দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : অনেক। কারণ দীর্ঘসময় অপদংশনে দংশিত স্বদেশ নানাভাবে রোগাক্রান্ত। এই রোগ থেকে মুক্তি এক লহমায় সম্ভব নয়। তবে অটল বিশ্বাস আর সদিচ্ছা অনেক কিছুই করতে পারে। মানুষ সেই বিশ্বাস আর সদিচ্ছা চান। এমন বাসনা থেকেই অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, নির্বাচনের মধ্যদিয়ে দেশ নতুন দিগন্তে যাত্রা শুরু করুক। আলোর পথে অগ্রসর হোক স্বদেশ।

নানা মহল এবং দেশপ্রেমিক মানুষ চেয়েছিলেন সব পক্ষের একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) নির্বাচন। কিন্তু তারপরেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হতে পারে- সংকটমুক্তির প্রথম ধাপ। আমরাও প্রত্যাশা করি, যে নির্বাচন হতে চলেছে- তা নির্বিঘ্নে হোক, শান্তিপূর্ণ হোক এবং নিরপেক্ষ হোক। এর মধ্যদিয়ে দেশ যাত্রা শুরু করুক গণতান্ত্রিক ধারায়, চলুক নির্বাচিত ব্যবস্থাপনায় এবং চলুক সম্মুখের পথে। বাংলাদেশ যাত্রা করুক শান্তির পথে।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

মাঘ মহিমায় পাকশী

মোসতাফা সতেজ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা পাকশীর অতীত বৈভবের তেমন কিছুই নেই। তারপরেও যা আছে তা একদিনে দেখে এবং অনুভব করে শেষ করা যায় না। মাঘের শেষ সপ্তাহে মৃদু শীতে পরিবার নিয়ে অনেকেই বেড়াতে যান। মাঘের শেষে তেমন শীত থাকে না। আদ্রতাও সহ্য করতে হয় না। পাকশী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২ ফুট উপরে অবস্থান করছে। এর পাদদেশে পদ্মা নদী। এখানে মাঘের শেষ দশকের সকালটা খানিক বসন্তে আমেজ ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু দুপুর তেতে ওঠে। আবার প্রাক সন্ধ্যায় শীতের পরশ। মাঘে হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে পশমী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানোর একটা ভাব আছে। এটা উপভোগের জন্য ধারে কাছের মধ্যে পাকশী অন্যতম।

ঈশ্বরদী উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম পাকশী, যা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। ৪ হাজার ৫৪৭ একর আয়তনের এই এলাকায় প্রায় ২৫ হাজার ভোটার বসবাস করে। আছে ইপিজেড, উত্তর বাংলা কাগজ কল, খানকা শরীফ প্রভৃতি। পাশেই রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প। এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভাগীয় হেড কোয়াটার ছিল ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে তার অবকাঠামো রয়ে গেছে। ঈশ্বরদী জংশনের পাঁচ মাইল দক্ষিণে এবং প্রধান ব্রডগেজ রেলপথের পাশে পাকশী একটি স্টেশন। এখান থেকে আধা মাইল উত্তরে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অফিস সমূহ এবং ৫শ একর জুড়ে কলোনী ভবন অবস্থিত। এর চারপাশে অসংখ্য শীল কড়ইয়ের শত বছরের বৃক্ষসারি। পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা। এ দৃশ্য অতীব নয়নাভিরাম। এক সময় বাজারের কাছে পাইলট স্টেশন ছিল। কর্মকর্তা কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অন্য কোন যানবাহন না থাকায় এই পাইলট সার্ভিস কলোনি হতে ঈশ্বরদী যাতায়াত করত। এখানে ছিল ব্রিটিশদের বিশাল চাঁদমারি। তা আজ লুপ্ত।

প্রথম মাঘে তাপ মাত্রা নেমে আসে আট-নয়ে। এখনে ১৯৬৪ তে প্রায় ৩ ডিগ্রিতে নামার রেকর্ড আছে। পাকশীর হার্ডিঞ্জ সেতুর ২৬০ লাখ ঘন ফুট পাথর ১৭ লাখ নাট-বল্টু আর ৩০হাজার টন ইস্পাত চুইয়ে মাঘের প্রথমে দারুন শীত পড়ে। এ সময় শীতের আসল আনন্দ উপভোগ করা যায় এখানে। যাদের ফুসফুস দুর্বল তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সূর্য উদয়ের সময় কুয়াশা কাতর পদ্মা নদীকে মনে হয় আকাশে উঠে যাচ্ছে বা আকাশ নদী একাকার। তারই মাঝে ঝমঝম সুর তুলে, সার্চ লাইটের মতো আলো ফেলে সকালের ট্রেন ছুটে আসে ধাতব শব্দে। কুয়াশা ঢাকা পাকশী স্টেশনে দাঁড়িয়ে এ সময় ব্রিজের দিকে তাকালে মনে হয় তুষার আবৃত পাহাড় থেকে যেন ড্রাগন বেরিয়ে আসছে। এ এক অন্যরকম অনুভব। পাকশী ব্রিজটি বিশ্বের বৃহত্তম রেলওয়ে ব্রিজগুলির অন্যতম। প্রথমে এ ব্রিজটি লোয়ার গ্যানজেস ব্রিজ বা সাঁড়া ব্রিজ নামে পরিচিত ছিল। ১৯১৫ সালের ৪ মার্চ তদানীন্তন ভাইসরয় লড হার্ডিঞ্জ এ ব্রিজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। যে ট্রেনে চেপে তিনি ব্রিজ পার হয়েছিলেন সেটা এখানে আজও সংরক্ষণ করা আছে। পদ্মার বুকে ১৫টি প্রধান ফুকর (স্প্যান) এবং দুই তীরের স্থলভাগে তিনটি করে ছয়টি ল্যান্ড স্প্যানের ওপর বিছানো এ ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৯শ ফুট। পদ্মা নদীর জল ধারাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার মোট দৈর্ঘ্য আছে ৬ মাইল। তা দেখেও চোখ জুড়ায়। নদী তীরে দাঁড়িয়ে ব্রিজ দর্শনে মনের মধ্যে জেগে উঠবে কল্লোলিনী পদ্মার সঙ্গে অসম লড়াইয়ে জিতেছে মানুষের কারিগরি দক্ষতা। মনের মধ্যে একাই বেজে ওঠে, আমরা করব জয়, আমরা করব নিশ্চয় .....। রূপসী পাকশী এখন আধুনিক সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান। পর্যটকদের কাছে পিকনিক স্পট।

একশ বছর আগে (১৯১০) এখানে ব্রিটিশ প্রকৌশলীরা ডায়নামা চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানি উত্তোলন করত। মাঘ মাসে এখানে এসে পদ্মা নদীর বেরিয়ে যাওয়া পাঁজর দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না যে দুশ বছর আগে এখানে পানির গভীরতা ছিল প্রায় ৪৫ ফুট। আর ছিল প্রমত্তা পদ্মার পাড় খাবলানো তেজ। এখন শুধুই স্মৃতি।

ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণের কারণে পদ্মা আর প্রমত্তা নেই। তার প্রশস্ততা কমতে কমতে দৈর্ঘে দেড় হাজার ফুটের মত দাঁড়িয়েছে। যে পদ্মা বর্ষাকালে তরঙ্গ তুলে পাড় খাবলাতো সেই পদ্মা মাঘ মাসে যেন মিহি ঢেউয়ের শাড়ি। এখানকার সড়ক পথ থেকে ৫০ ফুট উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে গেছে রেল লাইন। আছে সুড়ঙ্গ পথ। এখানে প্রাকৃতিক রূপ দেখার মত। অনেকে তাই বলেন রুপসী পাকশী। এখানে রূপের সাথে অরূপের মেলবন্ধন ঘটে নান্দনিক সুষমায়। যেন রূপ বিশেষ দৃশ্য গুলো নিসর্গের বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জাজিমের নজর কাড়া দৃশ্য। পর্যটকেরা জানেন, মানুষের সত্তায় প্রকৃতি জাগরণ সৃষ্টি করে। ভ্রমণ পিপাসুরা তাতেই লাভ করেন সংবেদনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি। দর্শন ইন্দ্রিয়র প্রধান উপকরণ দুটি চোখ দিয়ে প্রাকৃতিক নিদর্শন দেখলেও তার আড়ালে কাজ করে যায় স্পর্শাতুর অনুভব প্রবণ মন। দুঃখের বিষয় এখানে পর্যটকদের জন্য কিছুই করা হয়নি।

দুপুরে মাঘী রোদের রেণু গায়ে মেঘে প্রাচীন বনস্থলীতে ঘুরতেও মন্দ লাগে না। এসময় দিগন্ত দেখতেও ভাল লাগে। শীতের শীর্ণতোয়া নদীতে নৌকায় বসে হাত মুখ ধুয়ে মাছ ভাত খেয়ে আবার রেল লাইনে বসে রোদ পোহানোর মত ব্যবস্থা নেই। এখানে পিকনিক পার্টি ফাল্গুনে বেশ ভিড় জমায়। নদীতে ছোট ছোট নৌকা যাতায়াত দেখা আর তাতে চেপে ওপারে ভেড়ামারা গোলাপনগর, সোলায়মান শাহর মাজার, দামুকদিয়ায় দুদন্ড ঘুরতে মন্দ লাগে না। মিনি বনপথে বান্ধবী নিয়ে হাঁটতে পৃথিবীটা ছন্দময় লাগে। স্থানটি তখন সুধাশ্যামলিমা হয়ে ওঠে। দুদন্ড বসা যায় নদী তীরে পেপার মিলের পাম্প ষ্টেশনের বটতলার পাকা বেঞ্চে। শীতের ঝকঝকে দুপুরে পদ্মার পানিতে যখন হার্ডিঞ্জ সেতুর আলো ছায়ায় কমলা রঙের রোদ ঠিকরে ওঠে তখন মনে হয় এ যেন রূপসী পাকশীর পীতাভ ঘাঘরা। তীরে চোরাবালি আছে। হাঁটার মত পরিবেশ নেই। পদ্মা অববাহিকায় দেদারছে আখসহ অন্যান্য ফসল আবাদ হচ্ছে। নদীর ঢেউ হিমেল হাওয়ায় আছড়ে পড়ে পাড়ে। টলটলে পানি। নদী আগে এখানে পাঁচ হাজার ফুট প্রশস্ত ছিল শীতকালে। এখন তা দু'হাজারে নেমে এসেছে। চারদিকে শুধুই বালি আর পলির পাহাড়। অগভীর নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখার মত চোখ লাগে। খরচের ইচ্ছে হলে ঘণ্টা মিটিয়ে নৌকা ভাড়া নিয়ে ঘুরতেও বেশ মজা। এ অবস্থায় উজান ও ভাটি দেখলে মনটা প্রসারিত হয়। নৌকা নিয়ে উজানের দিকে গেলে এখনও মাঝে মধ্যে শুশুক দেখা যায়। অপর দিকে বাঁধের পাশে পথ চলার সময় দেখা যায় ফুটে থাকা নানা রকম বুনো ফুল। উদ্ভিদ প্রেমীদের কাছে যা খুবই আকর্ষণীয়।

মাঘ ফাল্গুনে এখানে পিকনিক পার্টির ঢল নামে। ঘাট না থাকার কারণে অনেকে পদ্মায় গোসল করতে পারে না ইচ্ছা থাকা সত্বেও। এখানে অনিন্দ্য নিসর্গ নেই। যা আছে তা সেকাল ও একালের দুটি ব্রিজের খাঁজে খাঁজে অপার মুগ্ধতা। পূর্ব পাশে শালগাছের সারির ফাঁকে উঁকি মারা সূর্যের আলোর রোশনাই। বাঁধের পেট চিরে যানবাহনের টানেল পার হয়ে যাওয়া এমন দৃশ্য দেখতেও ভাল লাগে। বিকেলের সূর্য খুন হয়ে যায় পদ্মা পাড়ে।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

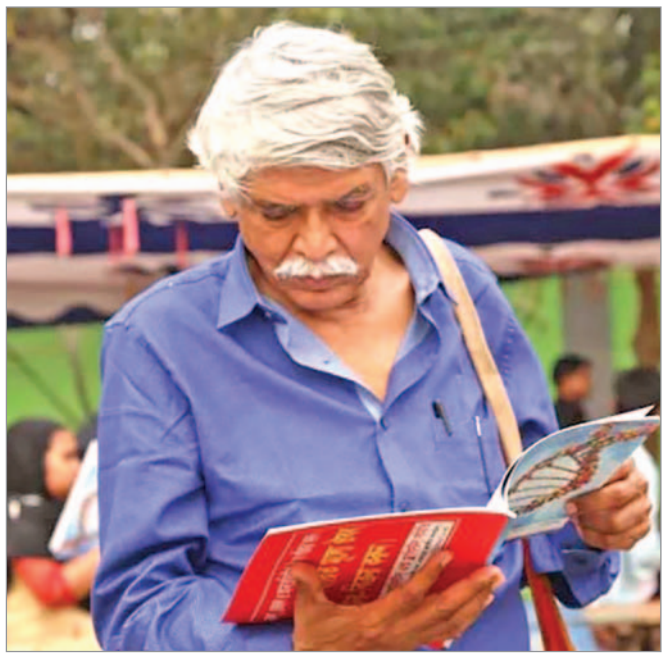

অনন্য এক হায়দার

শাকিব লোহানী

(গত সংখ্যার পর)

তাঁর কবিতা যেন দেখা থেকে লেখা। জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কবিতায় খুব সাধারণভাবে ধরেছেন তিনি, নিজের মত করে একেছেন দৃশ্যপট। এভাবে তাঁর কাব্য-পারিপার্শ্ব হয়ে উঠেছে জীবন্ত। এমন সহজ সারল্যে কাব্যকে ধারণ করার সক্ষমতা তাঁর কবিতাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে।

তাঁর পরিবারের সবাই ছিলেন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত লেখক। তিনি 'আমরা ক-ভাই' লেখায় বলেছেন, '২০০৫ সালে কলিকাতায় দাউদ এসেছিল বার্লিন থেকে, ও কলিকাতা এলে আমরা সব ভাইবোনই ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। কোনো সরকারই ওকে অনুমতি দেয়নি, বাংলাদেশের তাঁর পৈতৃক বাড়ি দোহারপাড়ায় যেতে। আজ দীর্ঘ বছর ধরে তাঁকে থাকতে হচ্ছে প্রবাসজীবন নিয়ে। কলিকাতায়, অন্নদাশংকর রায়ের বাড়িতে প্রায় ১২ বছর, পরবর্তী সময়ে গুন্টার গ্রাসের সহায়তায় ঠাঁই পেয়েছে জার্মানির বার্লিনে। ২০০৮ সালে আমাদের হায়দার পরিবারের অগ্রজ জিয়া হায়দার পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে ২০০৫ সালে কলিকাতায় বলেছিলেন, আমাদের ভাইদের লেখক হবার পেছনে ছোটকাকার অবদান তো রয়েছেই, তবে প্রভাব থাকে যে কোনো শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকদের জীবনে তাদের নিকটজনদের সংস্পর্শে এলে। যদি তিনি নিজে লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক হয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রেই লেখার জগতটায় প্রবেশ করতে হয়তো বা সুবিধেই হয়। তিনি যে ভীষণ ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন সে কথা পুনর্বার আমাদের ক-ভাই-কে স্বীকার করতেই হয়। তবে সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যেকোনো লেখকেরই প্রয়োজন হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের। যেটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রদত্ত। এই হচ্ছে আমাদের পঞ্চপাণ্ডবের কথা, কবি-নাট্যকার হবার উত্তর।'

বাবা মায়ের সাত ছেলে ও সাত মেয়ে। তিনি ছেলেদের মধ্যে ছিলেন তৃতীয়। ভাই রশীদ হায়দার, জিয়া হায়দার, দাউদ হায়দার, জাহিদ হায়দার, আবিদ হায়দার ও আরিফ হায়দার দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। মাকিদ হায়দারের পুরো নাম আবদুল মাকিদ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন হায়দার রোকন। অন্য সবভাইদের নামও এমন বড়। নাম কীভাবে ছোট হলো সে কথা 'আমরা ক-ভাই লিখি' লেখায় লিখেছেন, 'আমাদের তৃতীয় বোন সেলিনা হায়দার ঝর্ণা আমার দীর্ঘ নামটি সংক্ষিপ্ত করে দিলেন। আমি হয়ে গেলাম মাকিদ হায়দার। আবু দাউদ মোহম্মদ জিয়াউদ্দিন হায়দার খোকন হয়ে গেল দাউদ হায়দার। অনুরূপভাবে আবু জাহিদ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন হায়দার, তিনি হলেন জাহিদ হায়দার এবং ছয় নম্বর ভাইটির নাম দিলেন আবিদ হায়দার, সপ্তমের নাম হলো আরিফ হায়দার।'

মাকিদ হায়দারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা (১৯৭৬), আপন আঁধারে একদিন (১৯৮৪), ও পার্থ ও প্রতিম (২০০৭), কফিনের লোকটি (২০১১), যে আমাকে দুঃখ দিলো (২০১২), প্রিয় রোকানালী (২০১৩), মুমুর সাথে সারা দুপুর (২০১৪)। এছাড়াও তার একটি গল্পগ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধের বই রয়েছে। মাত্রা। 'প্রিয় রোকোনালী' তাঁর কবিতার বিশেষ চরিত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ রোদে ভিজে বাড়ি ফেরা, আপন আঁধারে একদিন, ও পার্থ ও প্রতিম, কফিনের লোকটি, মুমুর সাথে সারা দুপুর, অদৃশ্য মুখগুলো, যে আমাকে দুঃখ দিলো সে যেন আজ সুখেই থাকে, পাকশী লোকাল এক্সপ্রেস প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থ বিপরীতে অন্য কেউ এবং মাকিদ হায়দারের গল্প। গবেষণাগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ : নদীগুলো।

উত্তরার নিজ বাসায় বাদ জোহর প্রথম জানাজা শেষে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কবির মরদেহ বেলা দুইটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে রাখা হয়েছিল। কবির জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কবির মরদেহ পাবনায় তাঁর গ্রামের বাড়ি দোহারপাড়ায় পৌঁছায় ওইদিন রাত সাড়ে ১১টায়।

পাবনার আরিফপুর কবরস্থানের বিশাল বৃক্ষ ছায়ায় বাবার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। এই কবরস্থানকে নিয়ে তিনিই লিখেছিলেন,'দোহারপাড়া গ্রামটি শহরের পূর্বদিকে, পাবনা সদর গোরস্থানের অবস্থানটাও তাই, লোকে যাকে আরিফপুর গোরস্থান বলে অবহিত করেন। আদপে এই গোরস্থানটি রাঘবপুর মৌজার ভেতরে, আর এই বিশাল গোরস্থানটির অধিকাংশ জায়গাজমি আমার বাপ-দাদাদের, তারাই গোরস্থানটিকে দান হিসেবে দিয়ে গিয়েছেন এবং একই সঙ্গে গোরস্থানের দক্ষিণ দিকের বিশাল ঈদগাহ মাঠটিও ছিল আমার বাপ-দাদাদের, সেই গোরস্থানের দক্ষিণ দিকের যে গ্রামটি সেই গ্রামটির নাম আরিফপুর।'

নিজের সাবলীল ভাষায় বর্ণিত দৃশ্যপটের আরিফপুর কবরস্থানে সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মাকিদ হায়দার চিরদিনের জন্য শায়িত হলেন। কবিকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পাবনার স্থানীয় কবি, সাহিত্যিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। দাফনের আগে সকাল ৮টায় তাঁর তৃতীয় ও শেষ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরকালের জীবনে তিনি অনেক ভালো থাকুন আত্মার শান্তি নিয়ে, সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর গুণমুগ্ধ মানুষের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

শ্রদ্ধা

ইতিহাসের পাতায় অমলিন প্রয়াত এ কে খন্দকার

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সৃষ্টির রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি, পাবনার কৃতি সন্তান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীর উত্তম মহান বিজয়ের মাসে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি গত ২০ ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে রাজধানী ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন।

প্রয়াত এ কে খন্দকার মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং আরও নানা ক্ষেত্রে ইতিহাস হয়ে আছেন। বিশেষ করে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এই বীর সেনানীর মৃত্যুতে গোটা জাতি শোকাহত হয়েছে। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ও সামরিকভাবে সম্মান জানানোর পর ২১ ডিসেম্বর রাজধানীর বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার-এ অবস্থিত শাহীন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এ কে খন্দকারের পুরো নাম আবদুল করিম খন্দকার। ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি পাবনা জেলায় বেড়ায় তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। তাঁর বাবা খন্দকার আবদুল লতিফ ছিলেন ব্রিটিশ আমলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মা আরেফা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে এ কে খন্দকার ছিলেন তৃতীয়। বাবার চাকরির সুবাদে বগুড়া করোনেশন স্কুলে তার শিক্ষার হাতেখড়ি এবং ১৯৪৭ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে বগুড়া, নাটোর ও নওগাঁসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ১৯৫১ সালে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে জিডি পাইলট হিসেবে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সশস্ত্র হামলা শুরু করে। এই ঘটনার পর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি মার্চ মাসেই একবার এবং এপ্রিলের মধ্যভাগে আরেকবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে তৃতীয় চেষ্টায় তিনি সফল হন। ১৯৭১-এর ১৫ মে পরিবার এবং বিমান বাহিনীর কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতের আগরতলায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। পরদিন ১৬ মে বিমানে করে তিনি কলকাতায় পৌঁছান। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, সরকারের অন্যান্য শীর্ষ নেতা এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ বাঙালি কর্মকর্তা হিসেবে এ কে খন্দকারের ভূমিকা খুব দ্রুতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সামরিক কৌশল নির্ধারণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে কলকাতায় কর্নেল ওসমানীর সদর দফতরে কাজ করতে থাকেন। জুন মাসের প্রথম দিকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্বে থেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো, বিভিন্ন সেক্টর গঠন, শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি সম্মুখ যুদ্ধের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। একইসঙ্গে নৌ-কমান্ডো ইউনিট ও বিমান বাহিনী গঠনের কাজেও তিনি প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনায় বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ কে খন্দকারের উদ্যোগ ও দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলেই সিলেটের নিকটবর্তী ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিমাপুরে দুই মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ভারতের দেওয়া তিনটি বেসামরিক বিমান নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। জেনারেল ওসমানী সেসময় সিলেট সীমান্তে থাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর বদলে সেই অনুষ্ঠানে জেনারেল অরোরা এবং জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এ কে খন্দকার। তার সেই স্থিরচিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম আইকনিক ছবি।

পাবনা প্রেসক্লাবে শোকসভা : মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে গত ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাবনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার। আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এসএমআলাউদ্দিন, সাবেক সম্পাদক আবদুল মতীন খান, প্রকৌশলী ইসমাঈল হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক সম্পাদক উৎপল মির্জা, সাংবাদিক রাজিউর রহমান রুমী, সাংস্কৃতিক কর্মী মাজহারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আবদুদ দাইয়ান, কবি আদ্যনাথ ঘোষ, সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম সুইট, রিজভী জয় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাবনা প্রসক্লাবের সাহিত্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক পাভেল মৃধা। উল্লেখ্য, বীর সন্তান এ কে খন্দকারকে ২০১০ সালে পাবনা প্রেসক্লাব সম্মানিত জীবন সদস্য পদ প্রদান করেছিল।

এ কে খন্দকারের মৃত্যুতে গত ৩০ ডিসেম্বর পাবনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে স্মরণসভা

মাঘ মহিমায় পাকশী

৪-এর পৃষ্ঠার পর : রক্ত সোনালী ওড়না উড়িয়ে, রূপসী পাকশী আর পদ্মার হিরে চিকচিক মিহি ঢেউয়ে বর্ণালী উচ্ছাসে নিথর পদ্মা অভ্যর্থনা জানায় পর্যটকদের। হার্ডিঞ্জ সেতুর ৩শ মিটার ভাটিতে সমান্তরালে অবস্থিত দেশের ২য় দীর্ঘতম লালনশাহ সেতুর অবস্থান। এই সড়ক সেতুতেও হাঁটাহাঁটির সুযোগ নেই। সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটির সুযোগ চান পর্যটকেরা। অবজারভিশন পয়েন্টের পাশে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখতে আসেন অনেক পর্যটক। এক জায়গা থেকে সেকাল ও একালের দুটি সেতু দেখতে মন্দ লাগে না। এই স্থানটি দেখা মানে চোখের দেখা, মনের দেখা সব একাকার হয়ে যায়। নদী পারে দাঁড়িয়ে পদ্মার সেই আছড়ে পড়া ঢেউ দেখা না গেলেও আজও তা মানুষকে হাতছানি দেয়। পাকশী প্রান্তে দাঁড়িয়ে আর পদ্মার পানি ছোঁয়া যায় না। প্রায় তিন হাজার ফুট পশ্চিমে পলি ও বালি মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে পানি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় নির্ভেজাল আনন্দ। এই আনন্দ পেতেই অনেকে ছুটে যান পাকশী। স্থানটি পর্যটন বিভাগের হাতে গেলে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। এখানে আসতে হলে ঢাকা থেকে সরাসরি পাঁচ ঘন্টায় ঈশ্বরদী এসে পৌছানো যায়। এখান থেকে অটো, বাস বা রিকশা যোগে প্রায় ছয় কিলোমিটার। পাবনা শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার। রাতে থাকার মতো পাকশীতে হোটেল নেই। রিসোর্ট আছে। অবশ্য অনুমতি সাপেক্ষে লালন শাহ সেতুর ডাক বাংলা, বা পাকশী কাগজ কলের ডাক বাংলা, পাশবর্তী রূপপুর পারমাণবিক ডাকবাংলা না পেলে ঈশ্বরদী সদরে বিভিন্ন দামের সিট পাওয়া যায়। খাবার ভাল হোটেল না থাকলেও মাছ-ভাত খাওয়া যায় এমন কিছু হোটেল আছে পাকশী বাজারে।

খাবার ব্যবস্থা: পাকশী রিসোর্টে আছে ষড় ঋতু নামের একটি আধুনিক রেস্টুরেন্ট। এ রেস্টুরেন্টে ঘরোয়া পরিবেশে পরিবেশন করা হয় নদীর টাটকা মাছ। রিসোর্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান, চায়নিজ, থাই কিংবা অন্যান্য বিদেশি খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে। পাবেন দেশি-বিদেশি ফলের নান ধরনের জুস, বেকারি ও প্যাস্ট্রি শপ।

প্রাসঙ্গিক কথা : পাকশী হতে পারে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। সে যোগ্যতা রয়েছে তার অনেক খানি। বছরে লাখো পর্যটক ভ্রমণ করেন পাকশী। টিকিট সিস্টেমের পরিবেশ নেই। তাই হিসেব বের করা হয় অনুমানে। এখন প্রয়োজন অবজারভেশন পয়েন্টে একটি রেস্তোরা নির্মাণ, পাকশী স্টেশনের আয়তন সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, এই স্টেশনে এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা বিরতি, আবাসিক সুবিধা, ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, রেলওয়ে জাদুঘর (যেখানে থাকবে হার্ডিঞ্জ সেতু তৈরির সরঞ্জাম, বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন, রেল সরঞ্জাম, লর্ড হার্ডিঞ্জও প্রকৌশলী গেইলের উদ্বোধনী বক্তব্যের প্রিন্ট কপি যা চাওয়া মাত্র ফটোকপি সরবরাহ করা) একশ বছর আগের টিকিট ও টিকিট ঘর, কামারশালা, পাওয়ার হাউজ, ওভারহেড ট্যাঙ্ক ইত্যাদি।

পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর অভাবে পাবনার পর্যটন আজ পর্যন্ত শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জোর লবিং প্রয়োজন। ঐতিহ্যময় বস্তর সন্নিবেশ ও প্রচার ঘটাতে লবিংয়ের বিকল্প নেই। বিষয়টি জোরেসোরে বলা এবং পর্যটন বিভাগের মনোযোগ কাড়া। লালন শাহ সেতুর ভাটিতে পদ্মার তীর ভূমি পর্যটনের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা। এছাড়া পদ্মার বুকে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা ও গাইড বুক সরবরাহ করা। পদ্মায় সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করা ও নৌকা বাইচের আয়োজন করা। ভ্রমণের সঙ্গে এক দুর্মর বন্ধন থাকে অনেক পর্যটকের। ভ্রমণের ভর কেন্দ্র না থাকলে ভবঘুরের মতো ঘোরাই সারা। এখানে কোন গাইড নেই। গাইড বইও নেই। যা আছে তার নাম জনশ্রুতি।

পাকশী আটপৌরে জীবনের মতো। আহামরি কিছু নয়। তবে বর্ণসুষমার ব্যবহার আছে প্রকৃতিতে। এই স্থানটির রূপ যেন ঘরোয়া স্নেহশীলা। তবুও সে রূপসী। রেলের শহর হলেও এখানে নেই রেলওয়ে মিউজিয়াম। যেখানে রেখে প্রদর্শন করা যেত হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মাণের যন্ত্রাংশ। পাকশী স্বপ্ন রাজ্য নয়। তবে যত্ন নিলে বা যত্ন পেলে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। সে সম্ভাবনা তার আছে।

অভিনব শহরের নাম পাকশী। ১৮৮০ সালের দিকে স্থানটি ছিল মরুভূমি সদৃশ চরভূমি ছিল নিবিড় জঙ্গলাদি। ইংরেজরা প্রায় অর্ধশত বাংলো তৈরি করে নগরে পরিণত করেন। মনো হয় অষ্ট্রালিকার মধ্যে রয়েছে গেইলস কুঠি। পাকশী স্টেশন রূপপুর ইউনিয়নের মধ্যে পড়েছে। এখানে ১৯০৫ সালের দিকে ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউজ (অস্থায়ী) হতে বৈদুত্যিক আলো তৈরির বন্দোবস্ত ছিল। নদীর এপার-ওপারে ২টি পাওয়ার হাউস থেকে প্রত্যেকটি ১১২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হতো।

এখানে রয়েছে এক গুচ্ছ ব্রিটিশ বাংলো। তাকে ছাপিয়ে গেছে দারুশ্বরীয়াত খানকা শরীফের কয়েকটি ভবনের স্থাপত্য শিল্প। হার্ডিঞ্জ সেতু তো জ্যামিতিক শিল্পময়। এর অলঙ্কার ধর্মিতা পর্যটকদের এখনো মুগ্ধ করে। শত বর্ষের এই ইস্পাত সেতুকে যারাই দেখেছে তারাই ভালবাসে। এর আকর্ষণ শিক্ষা সফরকারীদের কাছে দুর্নিবার। সেতুর নিচ দিয়ে প্রবহমান পদ্মা অগনিত ঢেউয়ের চূড়ায় রূপালী রুমাল উড়িয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে যায় যমুনার দিকে। ছয় ঋতুতে পদ্মার নানা রূপ কিন্তু সেতুর সেই এক রঙ। ব্রিটিশ প্রকৌশলী আর তার সহযোগিদের প্রাণাধিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস জড়িয়ে আছে সেতুতে। ঔপনিবেশিক পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদরা ফুরফুরা খানকার স্থাপত্য নিদর্শনাবলী নথীভুক্ত যোগ্য মনে করেন। পাশেই রয়েছে লালন শাহ সড়ক সেতু। যা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিমের সরাসরি যোগাযোগ। রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পাকশী প্রান্ত থেকে সূর্যাস্ত আর ভেড়ামারা প্রান্ত থেকে সূর্যোদয় না দেখলে জীবনের ভ্রমণ অস্পূর্ণ থেকে যায়। জোড়া সেতুর মাঝখানে সূর্য ডোবা অপূর্ব টিপ। সেতুর ৩০ হাজার টন ইস্পাত এবং আশ পাশের রেল সরঞ্জাম স্তুপের জন্য তাপ মাত্রার পার্থক্য তৈরি হয়। যা অনুভব যোগ্য। একটি ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূগোলে প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক দৃশ্যের মেশামিশিতে যে আকর্ষণ তার তুলনা মেলা ভার। যারা ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের জন্যে নতুন কোনো অনুভব আবিস্কার করেন, যারা বিভিন্ন স্থান দেখতে চান তারা বিশ্রাম নির্ভর অবকাশ প্রত্যাশা করেন। তাদের জন্যে এখানে রয়েছে রিসোর্ট।

ঐতিহাসিক স্থানটিতে আগে ফেরিঘাট ছিল। এখন সেসব ইতিহাস। দেশের অন্যতম হেরিটেজ সাইট হিসেবে পাকশীকে ঘোষণা করা হয় নি। তার পরেও গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার পর্যটক পাকশী বেড়িয়ে যান।

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

আলোকচিত্রে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবসে পাবনার শহীদ বেদীতে আলোকসজ্জা

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আলোকসজ্জা

শহীদ আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে মহান বিজয় দিবসের শারীরিক কসরত প্রদর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করে পাবনা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। উপরে তাঁদের শারীরিক কসরত প্রদর্শনের দৃশ্য। নিচে জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা ও পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ

বিজয় দিবসে পাবনা জেলা বিএনপির বিজয় র‍্যালি

বিজয় দিবসে শহীদ বেদীতে গণশিল্পী'র সদস্যরা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় র‍্যালি

বিজয় দিবসে শহীদ বেদীতে শিল্পকলা একাডেমি পাবনার শ্রদ্ধা

বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্তরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিক্ষার্থী ত্বসীন লাবিব ও জুবায়ের আল খাতিব

পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে প্রথম ত্বসীন লাবিব ও কুইজে জুবায়ের

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি আয়োজিত পাবনা বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৬-এ পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করে কুইজে প্রথম, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ত্বসীন লাবিব বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে প্রথম এবং জুবায়ের আল খাতিব কুইজে প্রথম এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাবকরা আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিবজিত কুমার নাগ বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে শিক্ষার্থীদের এমন ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখায় শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভবিষ্যতেও এমন সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

শোক বহমান

প্রথম পৃষ্ঠার পর : নানা কর্মসূচি। দলীয়ভাবেও বিএনপির পক্ষ থেকে পালন করা হয়েছে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি। তারপরেও শোকের রেশ চলছেই। দেশের বিশেষ ক্রান্তিকালে রাজধানী ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে টানা চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গত ৩০ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় ৭৯ বছর বয়সে মহাপ্রয়ান ঘটেছে এই ব্যক্তিত্বের। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতিকে হারাতে হয়েছে এমন একজন রাজনৈতিক পুরোধাকে- যিনি এই ক্রান্তিকালেও ছিলেন দেশের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্তা। তাঁর মৃত্যু দেশকে করেছে অনেকটাই নিঃস্বল এবং ভারসাম্যহীন। এমন শূন্যতা পূরণ করা অনেকটাই কঠিন।

বেগম জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনদিনব্যাপী শোক পালন করা হয়েছে। দেশের সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব সরকারি-বেসরকারি ভবন ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোয় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। তাঁর জানাজার দিন ৩১ ডিসেম্বর সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠান হয়, যাতে লাখ লাখ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। জানাজার এই সমাগমটি ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ। পারিবারিক সদস্য ছাড়াও রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতা, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাসহ দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা এ জানাজায় অংশ নেন। এর আগে জাতীয় পতাকায় মোড়ানো গাড়িতে করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহকে জানাজাস্থলে আনা হলে তাঁর ছেলে তারেক রহমান মায়ের জন্য সবার দোয়া কামনা করে বক্তব্য দেন। জানাজা শেষে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। এরপর থেকে এ কবরস্থান সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

বেগম জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডি এন ধুংগিয়েল, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত আলী হায়দার আহমেদ, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিজিতা হেরাথের ঢাকায় এসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজ নিজ দেশের শোক বার্তা হস্তান্তর করেন।

পাখির অরণ্যে কালো থাবা

শেষের পৃষ্ঠার পর : ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন-২০২৪' সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হন।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, ২০২৪ সালে আকাশকলি দাসের ছোট বোন ঝর্ণা দাস মারা যান। ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন আকাশকলি। পড়ে গিয়ে তাঁর পা ভেঙে যায়। আক্রান্ত হন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে। এ অবস্থায় প্রতিবেশী জ্ঞাতি ভাই অসিত ঘোষ ও অসীম ঘোষ আকাশকলিকে দেখভালের কথা বলে তাদের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানেই ২০২৫ সালের ১৮ আগস্ট আকাশকলি দাস ৮২ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর মাসখানেক পরে চাউর হয় আকাশকলি অভয়াশ্রমসহ বসতভিটার কিছু অংশ মোহাম্মদ আলী নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছেন, বাকি অংশসহ সম্পত্তি অসিত ও অসীমের নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর চারমাস না পেরোতেই এভাবে কালো থাবা হামলে পড়েছে অভয়াশ্রমের উপর।

গত মাসের শেষ দিকে সরেজমিন অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, স্থানীয় কিছু মানুষ সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করে অভয়ারণ্যের গাছ কাটতে শুরু করেছেন। দেখা গেছে, রাস্তার পাশের বেশিরভাগ গাছই এরইমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। এমন অবস্থায় অভয়াশ্রমের বেশিরভাগ পাখিই বসতি ছেড়েছে। ভূমির মালিকানা দাবি করে অভয়াশ্রমের গাছ কেটে নতুন ঘর তুলতে শুরু করেছেন মোহাম্মদ আলী। যোগাযোগ করা হলে মোহাম্মদ আলী দাবি করেন, তিনি প্রায় চার বিঘা জায়গা নিয়মমাফিকভাবে ক্রয় করেছেন। জমির কাগজপত্র তার কাছে আছে। ক্রয়ের পর জমিটি ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য গাছ কাটা হচ্ছে। তার দাবি, পাখিদের অভয়াশ্রমের জন্য এখনও বনের বড় অংশই রয়ে গেছে।

এদিকে পাখিপ্রেমি আকাশ কলি তাঁর সাধের পাখির অভয়াশ্রম এভাবে বিক্রি করবেন- এটা বিশ্বাস করেন না স্থানীয়রা। তাদের অনেকেই জানিয়েছেন, আকাশকলি জীবনে যা আয় করেছেন তার প্রায় সবই ব্যয় করেছেন পাখির জন্য। চেয়েছেন পাখি যেন অভয়াশ্রমে শান্তিতে থাকে। কেউ যেন বিরক্ত না করে। শত প্রলোভনেও তিনি ভিটে-জমি লাভজনক কাজে ব্যবহার করেননি। তিনি মৃত্যুর আগে তা অন্যের কাছে গোপনে বিক্রি করে যাবেন- এটা কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আকাশকলির বপুরনো কর্মচারী জাহিদুল বলেন, 'সাত আট মাস আগে দাদাকে চিকিৎসার জন্য অসিত বাবু নিয়ে যান। কিন্তু জমি কবে কখন দাদা দান ও বিক্রি করেছেন- তা আমি জানি না।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বেড়া সাবরেজিস্ট্রার অফিসে ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে দুটি আলাদা দলিলে হরিরামপুর মৌজার আরএস ৯২১ ও ৯২৩ দাগে অভয়াশ্রমের ২.৬৬ একর জমি অসিত ঘোষ ও অসীম ঘোষের নামে দানপত্র ও আরএস ৯২৩ ও ২৪৪৪ দাগে বাকি ১.৬৬ একর জমি মোহাম্মদ আলীর নিকট ১ কোটি ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকায় আকাশকলি বিক্রি করেছেন দেখিয়ে রেজিস্ট্রি সম্পন্ন করা হয়েছে। খারিজের জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে আবেদনও করেছেন মালিকানা দাবিদারেরা।

এমন পরিস্থিতিতে পাখির অভয়াশ্রম রক্ষার আকুতি জানিয়েছেন প্রকৃতি প্রেমিরা। অভয়াশ্রমে ভূমিগ্রাসী তৎপরতার প্রতিকার চেয়ে পাবনা জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগও করেছেন ইলিয়াস হুসাইন নামের এক সমাজকর্মী। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, আকাশকলির অভয়াশ্রম আমাদের এলাকাকে বিশ্বময় পরিচিতি এনে দিয়েছে এবং গামবাসীকে প্রশংসিত করেছে। সুতরাং দখল, ধ্বংস বন্ধ করে বিষয়টি তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। জানা গেছে, অভিযোগ পাওয়ার পর পাবনার জেলা প্রশাসন ঘটনা তদন্তের জন্য স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুনালট চাকমা বলেন, এরইমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তে জমি হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া গেছে, তবে সেটি কী প্রক্রিয়ায় হয়েছে- তা আদালতের বিচার্য বিষয়। এদিকে পাবনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. তরিকুর রহমান বলেন, পাখির অভয়াশ্রমের গাছ কাটার সংবাদ জানার পর বন বিভাগ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাছ কাটা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে গাছ কাটা বন্ধ রয়েছে। তবে অভয়াশ্রমের জায়গাটি ব্যাক্তি মালিকানায় হওয়ায়- এ মুহূর্তে করার মত তেমন কিছু নেই।

ওরা আসে পেটের দায়ে

শেষের পৃষ্ঠার পর : পাবনা, বাংলাদেশ বা উপমহাদেশ নয়- গোটা পৃথিবী জুড়েই এঁরা কার্যত কৃতদাস। রাষ্ট্র ও সমাজ কখনই এঁদের ভাগ্য বদল করতে তেমন একটা নাক গলায়নি। ফলে এঁরা কখনও দাসযুগের মত, কখনও আজকের ধনতান্ত্রিকযুগের মত করে পরিচিত।

সারাদেশের মত পাবনার সবখানেই রয়েছে এঁদের অস্তিত্ব। জেলা শহর থেকে উপজেলা, গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত এঁদের সংখ্যা এবং চাহিদা বেড়েই চলেছে। এঁরা বেশরিভাগ ক্ষেত্রেই শ্রম বা শ্রমিক বিক্রির হাট হিসেবে পরিচিত নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ভোর বেলায় এসে জড়ো হন। তারপর ক্রেতারা এঁদের যাচাই-বাছাই করে দিন, সপ্তাহ বা মাস চুক্তি করে নিয়ে যান। নিত্যান্তই পেটের দায়ে এঁরা চুক্তিমত কাজ করার বিনিময়ে মজুরি হিসেবে যা পান, তাই নিয়ে নিজের পরিবারে কিছু সময়ের জন্য ফিরতে পারেন। তারপর আবার এসে জড়ো হতে হয় শ্রম বিক্রির হাটে।

এরকম কয়েকটি হাট রয়েছে পাবনার ঈশ্বরদীতে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রেলওয়ে গেট, সাঁকড়গোড়ী এবং ভাড়ইমারী আনন্দ বাজার হাট। শুধু ঈশ্বরদী বা পাবনা নয়- পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও এইসব হাটে জড়ো হন শ্রম বিক্রেতারা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ স্থানগুলোতে কাজ-কর্মের জন্য নিজস্ব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন ভোররাত থেকে জড়ো হতে শুরু করেন শ্রমিক। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষি শ্রমিক, কারণ ঈশ্বরদী এবং আশপাশের এলাকা জুড়ে রয়েছে বহু চর। এসব চরে কৃষি কাজ করার জন্য প্রয়োজন পড়ে এই শ্রমিকের।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, বরাবরই ঈশ্বরদী উপজেলা মৌসুমি সবজি উৎপাদনে জেলার মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, গাজর, মুলা, পেঁয়াজসহ নানা সবজি চাষে কৃষকের সুনাম রয়েছে। এখন চলছে কৃষিকাজের ব্যস্ত মৌসুম। সে কারণে শীত উপেক্ষা করে কাকডাকা ভোর থেকেই মাঠে নামতে হয় কৃষি শ্রমিকদের। চরাঞ্চলের জমিতে কাজ করতে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, যা শুধু স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে জমির মালিকদের স্মরণাপন্ন হতে হয় শ্রম বিক্রির হাটের উপর। তারা এই হাট থেকে শ্রমিকের শ্রম ব্যবহারের জন্য তাঁদের সঙ্গে দর কষাকষি করে চুক্তিবদ্ধ হন এবং তারপর তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যান। শ্রমিক ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে, তারা কাজের ধরন অনুযায়ী শ্রমিক বাছাই এবং মজুরি ঠিক করেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, এভাবে ঈশ্বরদী শ্রম বিকির হাট থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয়।

স্থানীয় এক কৃষক শাহিনুজ্জামান শাহীন গণমাধ্যমকে জানান, এখানে তুলনামূলক কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়। চোখে দেখে এবং বাছাই করে শ্রমিক নেওয়া যায়।

অন্য এলাকা থেকে আসা মিজানুর রহমান নামে এক শ্রমিক বলেন, 'আমাদের এলাকায় কাজ কম, তাই আমরা ঈশ্বরদীতে আসি। মজুরি প্রতিদিন আলাদা হলেও নিয়মিত কাজ পাওয়া যায়। অনেক সময় মালিকরা খাবারের ব্যবস্থাও করেন।' নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার বিলমারীর এলাকার শ্রমিক মোবারক হোসেন বলেন, 'রাতের শেষ ভাগেই বাড়ি থেকে বের হই। ভোর ৩টা থেকে প্রস্তুতি নেই। চিড়া-মুড়ি সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে করে ভোর ৫টার মধ্যে হাট বা বাজারে পৌঁছে যাই।' ডহরশৈলা গ্রামের শ্রমিক রনজিত দাস বলেন, 'কাজের জন্য ভোরে বের হয়ে আসি, তখন পর্যন্ত বাচ্চারা থাকে ঘুমিয়ে। আবার যখন রাতে ফিরি, তখনও ওরা ঘুমিয়ে থাকে। তাই সন্তানদের ঠিকমতো দেখাশুনার সময় পাই না।'

ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুল মমিন গণমাধ্যমকে জানান, এই শ্রমিক হাট কৃষকদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। শ্রমিক সংকটের সময় অন্য জেলা থেকে শ্রমিক আসায় এখানকার জমির মালিকরা সহজে শ্রমিক পাচ্ছেন, যা ফসল উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জনসংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে

শেষের পৃষ্ঠার পর : ৯৬১ জন। এর মধ্যে সদরে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৩৯ জন। আটঘরিয়ায় ২৮ হাজার ৮৭০ জন। সারা থানা (ঈশ্বরদী) ৬০ হাজার ৯০৩ জন। চাটমোহরে ৭২ হাজার ৪৭২ জন। ফরিদপুরে ৫১ হাজার ৪৭১ জন। সুজানগরে ৮১ হাজার ৯৬ জন। সাঁথিয়ায় ৭৭ হাজার ৮৮০ জন ও বেড়া থানায় ৯৬ হাজার ৬৮০ জন। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় লোক সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৭০ হাজার ৬৯৩ জন। প্রতি বর্গ মাইলে বসবাস করত ৯২৯ জন। পাবনায় ৬৫৭ জন। রোড ডেভোলেপম্যান্ট প্রজেক্ট ইন বেঙ্গল পুস্তিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

রাজস্ববোর্ড প্রকাশিত ১৮৬৮-৬৯ সালের পরিসংখ্যানে পাবনা জেলার লোক সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৭১ জন। এই হিসাব অনেক কম বলে সরকারি নির্দেশে ১৮৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাতে যে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কুমারখালি থানা বাদ দেয়া সত্ত্বেও পাবনা জেলার লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লাখ ১১ হাজার ৫৯৪ জন। বসতবাড়ি ও গ্রামের সংখ্যা যথাক্রমে ৯ লাখ ৯৮ হাজার ২২০টি ও ২ হাজার ৭৯২টি। তখন জেলার মোট আয়তন ছিল ৯ হাজার ৯৬৬ বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যার ছিল ৬৯ দশমিক ৯ ভাগ মুসলমান ২৯.৮ ভাগ হিন্দু, অবশিষ্টর মধ্যে ৯৮ জন খৃস্টান এবং ২ হাজার ৯৫৫ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে প্রকাশ, জেলার লোক সংখ্যা ১৭ লাখ ৫ হাজার ৭২ জন। এদের মধ্যে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৫৪৮ জন মহিলা। প্রতিবর্গমাইলে গড়ে ৯২৯ জন লোক নিয়ে এবারও এ জেলা জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে উত্তরবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৫১ সালের গণনাতেও পাবনায় ছিল লোক বসতি ৮৬৯ জন। এ সংখ্যাও উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ।

পাবনা জেলার একমাত্র তাড়াশ থানা বাদে সিরাজগঞ্জ মহকুমার সবগুলো থানা ঘনবসতিপূর্ণ। বর্গমাইল প্রতি লোকসংখ্যা প্রায় ১ হাজার। পাবনা সদর মহকুমার আটঘরিয়া থানায় প্রতি বর্গমাইলে ৪৪৫ জন এবং চাটমোহর থানায় ৫৬১ জন লোক বসবাস করে। অন্যান্য থানায় গড়ে ৮শ জনের কাছাকাছি।

১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী জেলার লোক সংখ্যা ছিল ১৯ লাখ ৫৮ হাজার ৭৬০ জন। গত ১০ বছরে লোক সংখ্যা বাড়ার হার ছিল ২৩ জন। ১৯৭৪ সালে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব ছিল ১ হাজার ৪৯৬ জন। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান বলে পাবনা জেলা গেজেটিয়ার উল্লেখ করে।

১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদম শুমারিতে পাবনার উপজাতীয় লোকের উল্লেখ নেই। শুধু ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় ১৭০ জন লোকের (১১৩ জন পুরুষ ও ৫৭ জন নারী) মাতৃভাষা সাঁওতালী ও ফার্সি।

২০১১ সালে পাবনা জেলায় লোক সংখ্যা ছিল ২৮ লাখ ৬০ হাজার ৫৪০ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করত ১ হাজার ২শত জন। বর্তমানে পাবনা পৌর এলাকা সাড়ে দশ বর্গমাইল। ২০১৯ সালের হিসাবে মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ২০ হাজার ৮৮ জন।

শহরে গ্যাস সংযোগ দেবার পর থেকেই জনচাপ বাড়তে থাকে। এই চাপ যত বাড়তে থাকে বাড়ি ভাড়াও তত চড়তে থাকে। পুকুর ভরাট হতে থাকে। খেলার মাঠ, তাও। একতলা হয়ে ওঠে দোতলা। ঘরের মধ্যে ঘর। ছাদে উঠছে আন অথরাইজড কনস্ট্রাকসান। দেওয়াল তুলে দেয়া হচ্ছে ছাত্রাবাস। ঘরের চাহিদা যত বাড়ছে, ততই মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করেই একই ঘরে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে ও বউমা। দেহের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য সব একাকার।

আবাসন কর্মসূচি এবং পরিকল্পনার সময় বয়ে যাচ্ছে। শহরকে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রিভিউ করা হচ্ছে না। তাই শহরে যানজট এখন নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে উঠছে। এতেই বাড়ছে জানযট। জীবনের পালে সুবাতাস বইবে- এ প্রত্যাশা অমূলক নয়। এ শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ায় জনচাপ বাড়ছে।

স্যামসন চৌধুরীকে

শেষের পৃষ্ঠার পর : ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে পাবনা প্রেসক্লাব। ক্লাবের এই সম্মানীয় আজীবন সদস্যকে স্মরণ করতে ৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পাবনা ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলাম, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সম্পাদক মন্ডলির সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, দৈনিক দিনকাল-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান, প্রেসক্লাবের সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এসএম আলাউদ্দিন, স্কয়ার টয়লেট্রিজের প্লান্ট ডিরেক্টর আবদুল খালেক প্রমুখ।

বক্তারা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্যামসন এইচ চৌধুরীকে স্মরণ করে বলেন, তিনি একজন দেশ এবং মানবপ্রেমী হিসেবে চীর স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর অবদান পাবনাসহ দেশ ও বিদেশে অমলীন হয়ে থাকবে।

পাবনা প্রেসক্লাব ছাড়াও স্যামসন এইচ চৌধুরীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবারের পক্ষ থেকে শহরের উপকণ্ঠ বৈকণ্ঠপুরের বাসভবনে এবং এস্ট্রাস খামারবাড়িতে প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়। এইসঙ্গে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইবেরীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি পালন করে।

পাঠ্যবইয়ে এবারও

শেষের পৃষ্ঠার পর : হয়েছে। বাকি বই পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

এনসিটিবির কর্মকর্তা ও মুদ্রণকারীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে সব বিষয়ের বই হাতে পেতে পুরো জানুয়ারি মাস অপেক্ষা করতে হতে পারে। সূত্রের দাবি, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই নিয়ে কোন সংকট নেই। এই স্তরে শতভাগ পাঠ্যবই গত মাসেই মাঠপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। ফলে বিতরণব্যবস্থায় ত্রুটি না হলে বছরের শুরুতেই প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর বই পেতে সমস্যা হবার কথা নয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গেল বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছে দিতে দেরি করেছিল এনসিটিবি। শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রায় তিন মাস পর সব শিক্ষার্থীর জন্য সব বিষয়ের পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল। এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ভাল রকম ক্ষতি হয়েছিল।

এদিকে আগের মত এবারও অভিযোগ উঠেছে, সময়মত বই ছাপা না হওয়া, সিন্ডিকেট যুক্ত থাকা এবং পাঠক্রম সংশোধনজনিত বিলম্বের কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

হাড় কাঁপানো শীত

প্রথম পৃষ্ঠার পর : জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত, বিশেষ করে ২৫-২৭ তারিখের দিকে শীতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এ সময় কিছু অঞ্চলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বইতে পারে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শীতের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। তবে মাসের বাকি অংশে তাপমাত্রা জানুয়ারির তুলনায় বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। হাসপাতালগুলো থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, প্রচন্ড শীতে শিশু ও বয়স্ক মানুষ নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, জ্বরসহ বিভিন্ন ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। গত মাস থেকে রোগীর সংখ্যা কেবলই বেড়েছে।

কুয়াশায় বিপদজনক

শেষের পৃষ্ঠার পর : ভূক্তভোগীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, রাতের বেলা তো বটেই, দিনের বেলায়ও বড় নৌযানগুলোকে চলতি পথে নোঙর করে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশায় নৌপথের মার্কিং চ্যানেলগুলোও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্ধ্যার পর থেকে ফেরি চালানো অসুবিধা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য অনুযায়ী, যাতায়াতের ক্ষেত্রে কাজিরহাট-আরিচা নৌরুট এখন অতি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এ পথে নির্ধারিত সময় ঠিক করে চলা অনুচিত বলে ওয়াকেবহালরা মনে করছেন। বিষয়টি যাতায়াতকারীদের খেয়াল রাখা জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ অনেকেই সহজ পথে দ্রুত সময়ে পারাপারের পরিকল্পনা নিয়ে যাতায়াত করেন। কার্যত তাঁদের জন্য এখন দুঃসময় চলছে।